নারী, প্রকৃতি ও দেশজ সংস্কৃতি

সুচেতা সেন চৌধুরী

নৃতত্ত্বে 'প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সম্পর্ক' আলোচনায় প্রাকৃতিক সম্পদের বিভিন্ন রকম ব্যবহার ও নির্দেশ অনিবার্য বিষয়। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারিক উপযোগিতা, তার আহরণের পদ্ধতি, ও কারিগরি জ্ঞানের দ্বারা পরিবর্তন ঘটিয়ে সেই সম্পদের সাংস্কৃতিক ব্যবহার বিংশ শতাব্দীতে নৃতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁরা মনে করেন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার উপযোগী করে তোলাই ছিল মানব সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য। এককথায় আজ যা সংস্কৃতির রূপকল্পে প্রকাশিত হয়, প্রকৃত অর্থে প্রাকৃতিক সম্পদের ঐ সাংস্কৃতিক ব্যবহারের মধ্যেই লুকিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই-এর মূল রসদ। এই জ্ঞানের মাধ্যমেই মানবসভ্যতা প্রকৃতির সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করেছে। জ্ঞানের প্রসারও ঘটিয়েছে। জ্ঞানের প্রসারের মূল ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতা, যা প্রাত্যহিক চর্চার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে ও নতুন ভাবনার ও হাতিয়ারের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। বেঁচে থাকার লড়াই এবং জ্ঞানের চর্চায় পুরুষ ও নারী সমানভাবেই ক্রিয়াশীল কিন্তু সংস্কৃতির চর্চা যখন লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার থেকে নারীর অবদানের মূল্যায়ন হয় না। এও সত্যি যে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়মিত চর্চায় ব্যবহারিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটে। আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কার এই জ্ঞানকে কেবল সমৃদ্ধ করে তাই নয়, মানব জীবন ও সংস্কৃতিকে গতিশীল রাখে। তাই সমকালীন সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির চর্চা কেবল অধ্যয়ন নির্ভর নয়, বিশেষত বাঁচার প্রয়োজনে, উৎপাদনের জন্য, জীবিকার জন্য ব্যবহারিক জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে বংশ পরম্পরায় চর্চার মাধ্যমেই বেঁচে থাকে। এই চর্চায় প্রকৃতি যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক বাতাবরণে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও তাঁর সামাজিক দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের পরিধি বিশাল। সেই বিশালতার পরিমাপ করা, এই লেখার উদ্দেশ্য নয় এখানে আলোচ্য বিষয় হলো উত্তরপূর্ব ভারতে বয়ন শিল্পে নারীর ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বয়নের কারিগরির সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্ক নিবিড় এবং এককথায় প্রকাশ করলে বলা যায় নারী বয়ন কারিগরির ধারক ও বাহক। বয়ন সংক্রান্ত যে কোনও কাজে মহিলাদের পারদর্শিতার জন্য 'বয়ন'কে নারীর কাজ রূপে গণ্য করা হয়। এই কাজের শুরু তুলোর চাষ থেকে, এই তুলো চাষ ও ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করা, রোদে শুকানো, বীজকে তুলোর থেকে আলাদা করার জন্য তুলোধোনা, সুতো কাটা, সুতো রঙ করা, তাঁতের টানা দেওয়া, তাঁতে কাপড়বোনা, নকশা তোলা, ইত্যাদি সবকিছুই মেয়েদের কাজ। এই কাজের মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাপড় বোনার ঐতিহ্য এক নয়। যেমন, আসাম ও মণিপুরের মহিলারা রেশম ও এঁড়ি গুটির চাষ করেন। এই চাষের প্রক্রিয়া যথেষ্ট দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য। তাঁরা

স্থানীয় নাম ও ইংরেজি নাম	ব্যবহার	জনগোষ্ঠী	ইনফরমেন্ট	অবস্থান
মাক-কা গাছের পাতা	এই পাতাটি থেকে ঘন কালো রঙ প্রস্তুত হয়	ইদু মিশমি	দিব্যা মিলি, স্বর্ণলতা আরান মেপো	দিবাং উপত্যকা
ছিপপ	এই গাছের শেকড় থেকে লাল রঙ প্রস্তুত হয়	আদি মিনিয়ঙ	ওসর মিবাং ওনি জেরাং	পূর্ব সিয়াং
এঞ্চুত/অঞ্চত	এই গাছের পাতা ও ছাল থেকে কালো রঙ প্রস্তুত হয়। রান্নাঘরে বদ্ধ জলের মধ্যে এই পাতা ভিজিয়ে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে ঘন নীল রঙ তৈরি হয়।	আদি মিনিয়ঙ ও পদম	ওসর মিবাঙ ওনি জেরাঙ ওলেন তায়েঙ মায়ে মেগত	পূর্ব সিয়াঙ জেলা
সিপিয়ক	তুলোর একটি স্থানীয় জাতি	আদি (মিনিয়ঙ)	ওনি জেবাঙ	পূর্ব সিয়াঙ জেলা
কাঠ ও বাঁশ	স্থানীয় বন থেকে সংগৃহীত হয় ও তাঁতের যন্ত্রাংশ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত	আদি মিনিয়ঙ	নাকো সুম্পি	পূর্ব সিয়াঙ জেলা
কাঠ কয়লা ও ভাতের মাড়	সুতো ও কাঠকয়লা ভাতের মাড়ের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়, যতক্ষণ না সুতো কালো হয়ে যায়	আদি মিনিয়ঙ	নাকো সুম্পি	পূর্ব সিয়াঙ জেলা
বাঁশ ও কাঠ	স্থানীয় বন থেকে সংগৃহীত	মিশমি	এপুলা মিতো	দিবাঙ উপত্যকা
আহালি (বিছুটি) পাতা	গাছের কাণ্ড বন থেকে সংগ্রহ করে সেগুলোকে একত্রিত অবস্থায় লাঠি দিয়ে সমানে পেটানো হয়, যার ফলে এই টানটান তন্তু গুলি ধীরে ধীরে নরম ও মোলায়েম হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় সহজেই তন্তু পৃথক হয়ে যায়	মিশমি	এপুলা মিতা	দিবাঙ উপত্যকা
'আলারা' পাতা	আহালি তন্তু এই পাতায় মুড়ে উনুনের কাছে রাখা হয়। এই তন্তু রাখার জন্য একটা গর্ত করা থাকে। এই গর্তে রাখার ফলে তন্তু উত্তপ্ত থাকে।	মিশমি	ইপুলা মিতো	দিবাং উপত্যকা

স্থানীয় নাম ও ইংরেজি নাম	ব্যবহার	জনগোষ্ঠী	ইনফরমেন্ট	অবস্থান
'আওয়ারু'	এই রঙ দিয়ে আলারা তন্তু রঙ করা হয় ও রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। রোদে শুকনোর পর 'আলারা তন্তু' বয়নে ব্যবহৃত হয়	মিশমি	ইপুলা মিতো	দিবাং উপত্যকা
'তামাক' গাছের কাঠ ও বাঁশ	লইন লুম বানানোর জন্য ব্যবহৃত হয়	মিনিয়ং	ওসর মিবাং	পূর্ব সিয়াং জেলা
স্থানীয় বন থেকে প্রাপ্ত কাঠ	'পিওয়াহু'/'পেকং' (সূতা বানানোর যন্ত্র), ডমরি (সূতা বানানোর যন্ত্রের চাকা) বানানো হয়	মিনিয়ং	ওসর মিবাং	পূর্ব সিয়াং জেলা
সিপিয়ক চাষ	তুলোর কম্বল বোনার জন্য বৈশাখ মাসে এই গাছের বীজ চাষের জমির ধারে ধারে লাগানো হয়, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে তুলোর ফল সংগ্রহ করা হয়। ঘরে এনে এই ফলগুলোকে রোদে শুকানো হয়। কয়েকদিন শুকানোর পর তুলো থেকে 'দোকাইপ'/'দোকেত' যন্ত্রের সাহায্যে তুলোর বীজ আলাদা করা হয়। তারপর 'পুই' যন্ত্র দিয়ে তুলোকে হালকা তন্তুতে পরিণত করে 'লাছি' বানানো হয়। এই লাছি থেকে পেকং/ পিয়াকং যন্ত্রে সুতো বানানো হয়। তুলো থেকে বানানো সুতো ভাতের মাড়ে সেদ্ধ করে বয়নের জন্য প্রস্তুত করা হয়	মিনিয়ঙ ও পদম	ওসর মিবাং ওলেন তায়েং মায়ী মেগত ইয়ানদং মেগত	পূর্ব সিয়াং জেলা
সিপপ গাছ	এই গাছের পাতা সূতার রঙ গোলাপি করে।	আদি (পদম)	মায়ু মেগত	পূর্ব সিয়াং
হোয়াক গাছ ও বাঁশ	লইন লুমের যন্ত্রাংশ এই গাছের কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়	খামতি	ননগা নামচুম সিখালি নামচুম	লোহিত জেলা
ক্লী (তুলা)	পূর্বে চাষ হতো	খামতি	ননগা নামচুম, সিখালি নামচুম	লোহিত জেলা

স্থানীয় নাম ও ইংরেজি নাম	ব্যবহার	জনগোষ্ঠী	ইনফরমেন্ট	অবস্থান
ফঙ	প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি লাল রঙ (স্থানীয়)	খামতি		লোহিত জেলা
হম	প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি ময়ূরকণ্ঠী রঙ স্থানীয়	খামতি		লোহিত জেলা
কাঁঠাল গাছ	এই গাছের কাণ্ড থেকে সূতা হলুদ রঙে রাঙানোর রঙ তৈরি হয়	খামতি		লোহিত জেলা
সাঙ্গাহি পাতা	এই পাতা থেকে সূতা তৈরি হতো	আপাতানি	তালিং মেয়ু	লোয়ার সুবনসিরি জেলা
তামিন পাতা	এই পাতা দিয়ে সুতা লাল রঙে রাঙানো হয়।	আপাতানি	তালিং মেয়ু	লোয়ার সুবনসিরি জেলা
তুলো	আপাতানি সম্প্রদায় সুতো বানানোর তুলো পূর্বে প্রতিবেশি নিশি সম্প্রদায় থেকে সংগ্রহ করত	আপাতানি	কালুং ইয়াদি	লোয়ার সুবনসিরি
মবু পাতা	সূতাকে এই পাতা দিয়ে সেদ্ধ করে, কালো রঙ করা হয়	আপাতানি	কালুং ইয়াদি	লোয়ার সুবনসিরি
মাটি	সূতা মাটির তলায় রেখে রঙ কালো করা হয়	আপাতানি	কালুং ইয়াদি	লোয়ার সুবনসিরি

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা ২০০৫-২০০৭

সামাজিক ভাবে মহিলাদের কাজ বলে স্বীকৃত। এই কাজে অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান মহিলাদের মধ্যে স্বীকৃত। এই নিবিড় সম্পর্ক উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মহিলাদের বস্ত্র বয়ন ও তাঁর চর্চার ধারক ও বাহক রূপে চিহ্নিত করে।

বয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণার অভিব্যক্তি। বংশানুক্রমিক এই জ্ঞান নারীদের মধ্যেই চর্চিত হয়। সুতরাং এই কাজের ভিতরে যা কিছু নতুন উদ্ভাবন ও চিন্তার প্রকাশ হয়, তা মহিলাদেরই অবদান। মহাত্মা গান্ধীর খাদি গ্রামোদ্যোগের আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সময় থেকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কুটির শিল্প হিশেবে বয়ন জাত শিল্প বাজার জাত পণ্য সম্ভার তৈরি করেছে। এই পণ্যসম্ভার মধ্য ও উচ্চবিত্ত সমাজে সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে ফ্যাশন জগতে খাদি একটি পরিচিত নাম। যাঁরা গান্ধীজীর পরে খাদিকে জনপ্রিয় করেছেন, তাঁরা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ কিন্তু যে মহিলারা বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর বয়নের জ্ঞানকে সঞ্জীবিত করে রেখেছেন তাঁর মূল্যায়ন সমপরিমাণে জরুরি।

অবশ্যই খাদি আন্দোলন বয়নশিল্পের সমকালীন ব্যবহারিক জ্ঞানের দরজা গোষ্ঠীর

বাইরে বহির্জগতে প্রাসঙ্গিক করেছে। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ফেমিনিস্ট ভাবনাচিন্তা নারীর অবদান ও অবস্থান জানতে গবেষকদের উদ্দীপিত করেছে। সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে এই লেখনীর আলোচ্য বিষয় হলো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বয়নের চর্চা। বিশেষত, যা কি না নারীর অবদানরূপে ট্রাইবাল সমাজে স্বীকৃত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর সামাজিক অনুশাসন নারী ও বয়নশিল্প উভয়কেই সঞ্চালিত করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার সেই সমাজব্যবস্থার অনুশাসন অনুসারেই হয়। প্রকৃতির বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে চালিত হয়। ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা কাঁচামাল সাধারণত দু'প্রকারে মহিলারা সংগ্রহ করেন। প্রথমত চাষের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত বন থেকে। যেমন, অরুণাচল প্রদেশে আদি, গালো, নিশি, ওয়াংচো ও অন্যান্য গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষেতে তুলোর চাষ করেন। এরা জঙ্গলে লতানে তন্তুও সংগ্রহ করতেন এবং করেন, এখন দড়ি বানানোর কাজে ব্যবহার করেন। মনপা গোষ্ঠী নিজেদের পালিত ইয়াকের লোম থেকে সুতো বানান।

প্রাকৃতিক উপাদান ও তার সাংস্কৃতিক পরিচয়

অরুণাচল প্রদেশে বসবাসকারী প্রায় দুই ডজনেরও বেশি জনগোষ্ঠী পর্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় প্রকৃতি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন এবং চাষ করেন। শুধু বিভিন্ন রকম দড়ি বানানোর কাজেই বিভিন্ন ধরনের তন্তু ব্যবহৃত হয়; এছাড়াও পাতা ও গাছের অন্যান্য অংশও কাজে লাগায়। এইরকমই কিছু প্রাকৃতিক উপাদান নিম্নলিখিত তালিকায় উপস্থাপন করা হলো।

উপরিউক্ত তালিকায় লিপিবদ্ধ তথ্য শুধুমাত্র মহিলাদের থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এই দীর্ঘ তালিকায় উল্লিখিত প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক উপাদান স্থানীয় জঙ্গল থেকে সংগৃহীত। শ্রীমতী দোরজী দ্রেমা ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় বলেছিলেন, পূর্বে অনেক উপাদান জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করলেও বর্তমানে অনেকেই গাছ, লতা, গুল্ম প্রয়োজন অনুসারে বাড়ির বাগানেই লাগান। দ্রেমা মনপা গোষ্ঠীর ও তাওয়াং অঞ্চলের বাসিন্দা।

শুধু সূতা তৈরিই নয় সূতা রঙ করার জন্য ব্যবহৃত গুল্ম বন থেকে সংগৃহীত হয়; বিভিন্নরকম রঙের মধ্যে লাল, নীল, কালো ও হলুদ রঙের ব্যবহার বেশি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবহৃত লতা ও গুল্মগুলি একই প্রজাতির কি না তা গবেষণার এই পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়নি। এক অথবা ভিন্ন যাই হোক এই প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক। নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের নিরিখে 'একই লতাগুল্মের ভিন্ন ভিন্ন নাম', অথবা 'ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি মানুষদের একই লতাগুল্মের ব্যবহার' গবেষণার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রদেশের

ভাষাগুলি মূলত 'সিনো-তিবেতান' পরিবার ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে অরুণাচলের অধিকাংশ গোষ্ঠীরই প্রচলিত বিশ্বাস হলো তাদের পূর্বপুরুষগণ এই ভূখণ্ডের বাসিন্দা নন; তারা মধ্য এশিয়া অথবা চীনের ইউনান প্রদেশ থেকে পর্যায়ক্রমে এই ভূখণ্ডে পৌঁছান। এই লোকবিশ্বাস বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে গানের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি এবং তা হলো মহিলাদের ও পুরুষদের জঙ্গলের সাথে নিবিড় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক প্রাকৃতিক উপাদান সংগ্রহে পরিস্ফুট। মানবগোষ্ঠীর স্থান পরিবর্তনে বেঁচে থাকার লড়াই প্রাসঙ্গিক, আবার মানব গোষ্ঠী নতুন ঠাঁই-এ বসতি স্থাপনের পরে কীভাবে প্রকৃতির খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেন, তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়। মাইগ্রেশনের পদ্ধতি আবার বিভিন্নরকম হতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষ কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় বীজ জীবজন্তু ও গাছের চারা নিয়ে ভ্রমণ করেন ; সুতরাং গৃহপালিত জন্তু অথবা চাষের বীজ নিয়ে মানুষ নতুন বসতি স্থাপন করেন বর্তমান আলোচনায় উল্লিখিত বনজ সম্পদ যা কি না অধিকাংশই প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত এবং ট্রাইবাল মহিলারা এ সবের নামও বলেছেন। এই অবস্থানে উল্লেখ্য বিষয় হলো মহিলাদের জ্ঞান প্রমাণ করে যে অরুণাচলের নারী, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্কের ঐতিহ্য বহন করেছেন।

ঐ প্রদেশের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মহিলাদের আলোচনায় জানা যায়, বৃক্ষতন্তু অথবা লতার তন্তু সম্ভবত একটি প্রাচীন বয়ন সামগ্রী। সেই ঐতিহ্যের ধারক হয়, এই ভূমির আদি বাসিন্দারা, যারা পরবর্তীকালে আসা গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মিশে গেছে। এইরকম ধারণা করার পেছনে কারণ হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে প্রচলিত একই প্রকার লোকবিশ্বাস ও বিধিনিষেধ। বিশেষত রঙ করার পদ্ধতিতে একই ধরনের গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রথা যা কি না ট্যাবু রূপে গণ্য। দ্বিতীয় সারণিতে কয়েকটি গোষ্ঠীর নিষেধ সংক্রান্ত বিধি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা জরুরি যে, চাষবাস, বয়ন এই দুটি কাজেই মহিলাদের বিপুল অবদান আছে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে, এই সমাজ ব্যবস্থাগুলিতে চাষবাসের কাজে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তারপর বয়নের স্থান।

অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন ট্রাইবাল গোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে আলোচনার ফলে বোঝা যায় যে, তন্তু হলো একটি প্রাচীন বয়ন সামগ্রী। গাছের ছাল থেকে অথবা লতাগুল্ম থেকে সংগৃহীত তন্তু এই প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকার অধিবাসীরা ব্যবহার করতেন। শুধু স্থানের নিরিখে নয়, পাহাড়ের উঁচু ও নিম্ন স্থানে বৃক্ষ ও লতার থেকে আহরিত তন্তুর সাবলীল ব্যবহার এবং বয়নে তার ব্যবহার অনস্বীকার্য। সুতরাং মিশমি, পুলোইক, নিশি, ওয়াংচু, আদি সবগোষ্ঠীর মধ্যেই তন্তুর ব্যবহার দেখা যায়। ওয়াংচো গোষ্ঠীর জেদোয়া গ্রামে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এনফিল কোর্সের প্রাক্তন ছাত্র শম্ফা ওয়াংপানের মায়ের সংগ্রহে তন্তু দিয়ে বোনা, মহিলাদের ব্যবহারের উপযাগী নিম্নাঙ্গের আচ্ছাদন দেখেছিলাম। 'পূর্ব কামেং' জেলার, চেয়েঞ তাজো

সারণি-২

বয়ন সংক্রান্ত নিষেধ

সম্প্রদায়	বিধিনিষেধ	ইনফরমেন্ট
খামতি	মহিলারা সূতা অন্যদের সামনে রঙ করবে না	ননগা নামচুম ও সিখ্রালি নামচুন
খামতি	গ্রামে কারও অপমৃত্যু হলে বোনার কাজ মহিলাদের বন্ধ রাখতে হয়	ননগা নামচুম ও সিখ্রালি নামচুম
আপাতানি	মহিলারা তামিন পাতা বাড়িতে এনে সূতা বা কাপড় রঙ করতে পারবেন না, তাঁরা এই কাজ জঙ্গলেই বসেই করতেন। এখনও যুবতী মেয়েরা কাঠের বোঝার মধ্যে তামিন পাতা নিয়ে এলে বৃদ্ধা মহিলারা বাড়ির বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন	তালিং মায়ু
আপাতানি	মহিলারা সুতার বয়ন উৎসবের সময় বন্ধ রাখেন, কিন্তু পশমের বয়ন করতে পারেন	তালিং মায়ু
মিজু মিশমি	গ্রামে কারও মৃত্যু হলে পাঁচদিন বয়নের কাজ বন্ধ রাখতে হয়	থাইসি নীআদং
মিজু মিশমি	উৎসের সময় একদিন কাজ বন্ধ রাখতে হয়	থাইসি নীআদং
মিজু মিশমি	সূতা রাঙানোর সময় কোনও খাদ্যবস্তু উনুনের উপর রাখা মানা। বিশ্বাস করা হয় যে যদি ভুট্টা অথবা আলু উনুনের ওপর থাকে, তাহলে বাড়িতে কেও অন্ধ হয়ে যাবে	থাইসি নীআদং
ওয়াংচো	সুতো গোপনে রাঙাতে হবে, শুধু যিনি রঙ করবেন তিনি অথবা তাঁরা জানবেন। কোনও অতিথি বা প্রতিবেশি যেন জানতেও না পারেন।	

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা : ২০০৬-২০০৭

সাবডিভিসনের সাঞ্চো গ্রামে একজন বৃদ্ধা পুরোইক মহিলা এই ধরনের বস্ত্র বয়নের তথ্য দিয়েছিলেন, যা কি না তাঁর ছোটবেলার অভিজ্ঞতা। ঐ একই জেলার অধিবাসী একজন নিশি মহিলা তাঁর ছোটবেলায় দেখা বৃক্ষ ও লতাগুল্মের তন্তু থেকে কাপড় বোনার অভিজ্ঞতা শুনিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় বললে, তন্তু থেকে সূতা তৈরির কাজে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। প্রায় তিনদশক আগেও ঐ জেলার গ্রামগুলিতে নিশি মহিলারা জঙ্গল থেকে লতানে গাছের কাণ্ড সংগ্রহ করে তা ঘরে এনে চেঁছে মসৃণ করতেন। চাঁছার সময় লতানে গুল্মকে বারবার জল দিয়ে পরিষ্কার করা হতো। ক্রমে আঁশ জাতীয় তন্তুর থেকে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থকে আলাদা করে নেওয়া হতো। এই পদ্ধতিতে আঁশ জাতীয় তন্তুগুলি মসৃণ ও নমনীয় হয়ে উঠত। এই সময় তন্তুগুলিকে আরও নমনীয় ও কোমল করার জন্য বারবার জলে ধুয়ে রোদে শুকানো

হতো। এ এক অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ কাজ ছিল। আধুনিক ব্যবস্থায় সূতা বাজারে কিনতে পেরে মহিলারা অনেক পরিশ্রমের থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

আদি, নিশি, মিশিং, গোষ্ঠীর মহিলারা তুলোরও চাষ করতেন। প্রধানত আদি গোষ্ঠীর মধ্যে তুলোর ব্যবহার অধিক কারণ তারা তুলো দিয়ে কাপড় বয়ন করা ছাড়াও শীতবস্ত্র বয়ন করেন। এই শীতবস্ত্রগুলির সাংস্কৃতিক ব্যবহার উল্লেখ্য। আদি গোষ্ঠীতে মৃতদেহ শীতবস্ত্র দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। মহিলারা ঘরে প্রত্যেকের জন্য শীতবস্ত্র বয়ন করতেন এবং তা অন্যদেরও দেওয়া হতো। বর্তমানে সব মহিলারা হয়ত বাড়িতে বস্ত্র বয়নের সময় পান না তাই এই বস্ত্র সংগ্রহ করে রাখা অবশ্য কর্তব্য বলেই মনে করেন।

উৎপাদনের উপকরণ, পদ্ধতি ও বণ্টনের উপর সাংস্কৃতিক অনুশাসন

সামাজিক অনুশাসন মেনেই মহিলারা বয়নের কাজ করতেন এবং করেন। এই অনুশাসনের আওতায় আছে প্রচলিত বিধিনিষেধ, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান। আগেই ট্যাবু সংক্রান্ত বিধি নিষেধ উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও ট্যাবু সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অনেক সময়ই আধুনিক সমাজে অলৌকিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা হয়, এবং কুসংস্কার রূপেই গণ্য হয়, তবুও এর ভিন্ন ব্যাখ্যাও সম্ভব। যেমন, বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে উৎপাদনের ওপর সামাজিক কর্তৃত্বের আরোপ। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে মানুষ বিভিন্নরকম আচার ভিত্তিক অভ্যাস গড়ে তোলে। তা যেমন অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্যই হোক অথবা বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্যেই হোক। যে কোনও সমাজ ব্যবস্থায় তলিয়ে দেখা যায় যে মহিলারা সাধারণত উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। যা কি না ইংরেজি ভাষায় 'সাবসিসটেন্স' বলা হয়। সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে জীবিকায় যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়, তা পুরুষশাসিত সমাজে, পুরুষকেন্দ্রিক। নারীরা তাতে অংশগ্রহণ করবেন অথবা করবেন না তা পুরুষরা ঠিক করেন, এবং পুরুষদের মতামত সামাজিক অনুশাসনের রূপে বলবৎ হয়। লিঙ্গভিত্তিক কাজের বৈষম্য এই পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য করে। অন্যান্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মতোই অরুণাচলের ট্রাইবাল সমাজে মহিলাদের মূলত উৎপাদনকারী ভূমিকায় এবং পুরুষদের কর্তৃত্ব নির্ধারণকারী ভূমিকায় দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় নারীর উৎপাদনক্ষেত্র সবসময় পুরুষের কর্তৃত্বাধীন, সে বীজ বপনের ক্ষেত্রেই হোক অথবা তন্তু বয়নের ক্ষেত্রেই হোক। নারী সর্বাগ্রে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হলেও তাদের গুণপনার মান নির্ণয় অথবা তাদের ইচ্ছা ও ভালোলাগার বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের শ্রমদানের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। যদিও পার্বত্য সমাজ ব্যবস্থায় নারীর শ্রমের উপর শস্য উৎপাদন, বয়ন, ও অরণ্য থেকে সবজি, মূলকন্দ, ঔষধিগুণ সম্পন্ন উদ্ভিজ্জ সংগ্রহের ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজ নির্ভর করে, অর্থাৎ যেখানে নারীই মূলত শ্রমদান করেন, কিন্তু তাঁর শ্রমলব্ধ ফসল, বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার ও

বিতরণের সিদ্ধান্ত মহিলারা নিতে পারেন না। কাঁচামাল সংগ্রহে তিনি অগ্রণী, সে রঙ করার জন্যই হোক অথবা চাষ করার জন্যই হোক, কিন্তু তার পরে তাকে সামাজিক অনুশাসনের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। এই বিষয়টি আরও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। মহিলাদের কাজের তালিকায় সর্বোত্তম স্থানে থাকে চাষবাস, তারপরে, বিভিন্নরকম বনজ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ, বয়ন ও বয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ, গৃহপালিত পশুপালন। শিশুপালন ও ঘরের কাজের পাশাপাশি উপরে উল্লিখিত প্রত্যেকটি কাজ এঁরা ঘরের কাজ বলেই জানেন এবং পালন করেন। মহিলাদের গুণবিচার তাদের কাজের বহর এবং উৎপাদনের পরিমাপ থেকে হয়। ঋতু অনুযায়ী তাদের কাজের রুটিন বদলায়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তের অনেকটা সময় কৃষি কাজে ব্যয় হয়; কৃষিকাজের পাশাপাশি জঙ্গল থেকে জ্বালানি সংগ্রহ, সবজি, ফল, মূল, কন্দ, ঔষধি, তন্তু, রঙ করার তন্তু যাবতীয় জিনিস সংগ্রহ এই রুটিনের মধ্যেই পড়ে। শীতকাল বয়নের সময়, জঙ্গলেও যাওয়ার সময়। সুতরাং ট্রাইবাল মহিলাদের পরিবারের জন্য যে শ্রম দিতে হয় অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় তাঁর মূল্যায়ন হলে এরা অবশ্যই স্বাবলম্বী।

বয়নের সময় মহিলারা যে নকশাগুলি তোলেন তা এক এক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এক এক রকম। এই ভিন্নতার স্বাদ বর্তমান বিশ্বে এথনিক আইডেনটিটির পরিচায়ক। বর্তমান যুগে এই নকশাগুলি 'গোষ্ঠী সংস্কৃতি'র সিম্বল হলেও, পূর্বে নিজেদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে নকশাগুলির ভিন্ন অর্থও ছিল। শুধুমাত্র নিষেধাজ্ঞা অথবা জন্ম মৃত্যু সংক্রান্ত নিয়ম পালনের সঙ্গেই বয়ন যুক্ত নয়, এর বাইরেও এক সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে বয়নের উৎপাদন স্বীকৃত। সুতরাং গুণগত মান নির্ণয় করার বিষয়টি নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও নকশার সামাজিক অর্থ ভিন্নতর হতে পারে। যেমন, ওয়াংচো গোষ্ঠীতে শাসক শ্রেণি (ওয়াংহাম) মেয়েরা বয়নে অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ শ্রেণির (ওয়াংপান) মহিলারা সাধারণত চাষের কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকেন এবং বয়নের জন্য বিশেষ সময় বের করে নিতে পারেন না। সামাজিক অনুশাসন মেনেই এই কর্ম বিভাজন। অর্থাৎ সামাজিক নিয়মে ওয়াংহাম মেয়েরা কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করেন না। গ্রামের অধিপতি ও তাঁর একই শ্রেণিরলোকের বাড়িতে ওয়াংহাম পরিবার থেকে আসা গৃহিণী চাষের কাজ থেকে বিরত থাকেন, বড়জোর তিনি তদারকি করেন। এবং ওয়াংপান পরিবার থেকে আসা গৃহিণী কৃষি উৎপাদনের কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। বহুবিবাহ প্রথায় অভ্যস্ত ওয়াংহাম পরিবারগুলি যে শুধু মহিলাদের কাজের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট বিভাজন করে দিয়েছিল তাই নয়, এমনকী বয়নের নকশাতেও এই অনুশাসনের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

সে ওয়াংহাম মহিলার বোনা নকশাই হোক অথবা ওয়াংপান মহিলার নকশাই হোক, বয়নকারী যে কোনও নকশা যে কোনও শ্রেণির মানুষের জন্য বুনতে পারতেন না। একটি ঘটনা অবলম্বন করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। শম্ফা ওয়াংপানের মা

বাজার জাত পণ্যের তালিকায় তাদের অবদান উচ্চাসন দখল করে না, অথবা স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে স্বনির্ভর মহিলাদের কর্মকাণ্ড কুটির শিল্পের এবং ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় আবদ্ধ হয়েছে। যখন পাশাপাশি বড় বড় মিলগুলি সরকারি টাকা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে গড়ে তুলেছে লাভজনক শিল্পকারখানা। এইসব কুটির শিল্পের থেকে নেওয়া নকশা অবলীলাক্রমে মিলের মেশিনে বোনা হয়েছে, এবং অবশ্যই লাখ টাকা উপার্জন করা মিল মালিকেরা শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গেও লভ্যাংশ ভাগ করেছেন, কিন্তু কুটির শিল্পের কারিগরদের জন্য কোনও ব্যাঙ্ক বড় মাপের ঋণের থলি নিয়ে অপেক্ষা করে না।

মানুষ পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যে জ্ঞান আহরণ করেছেন, তাঁর অন্যতম ধারক ও বাহক শুধু নারীই নন, ঐ জ্ঞান বেঁচে থাকারও মূল রসদ। আধুনিক যুগ গবেষণাগারে নতুন জ্ঞানোন্মেষের সাক্ষী; নিত্যনতুন আবিষ্কারের মাঝে ভুলে গেলে চলবে না মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনের সম্পর্ক। উন্নতির সোপান তৈরির পাশাপাশি যত্ন করা প্রয়োজন নারী ও প্রকৃতির সম্পর্কের যা প্রকাশিত হয় নারীর উৎপাদনশীলতার মধ্যে, তার পাশাপাশি জ্ঞানের চর্চাও বিশেষ প্রয়োজন। □□□

অরুণাচলের অধিবাসীরা নিজেদের ট্রাইব বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ :

সেন চৌধুরী, সুচেতা ২০০৩ "সোশ্যাল কনটেক্সট অব ওয়াংচো ডিজাইনস : টুওয়ার্ডস অ্যান অলটারনেটিভ প্যারাডাইম", *জার্নাল অব এনথ্রোপলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া*, ৫১ : ১০৩-১২০

সেন চৌধুরী, সুচেতা ২০০৫, "এরাউন্ড দ্য লইন লুম : আ স্টাডি অব ইনডিজেনাস নলেজ অব ওয়াংচো উইমেন" প্রজেক্ট রিপোর্ট সাবমিটেড আন্ডার ইউ. জি. সি. মাইনর প্রজেক্ট টু দ্য অরুণাচল ইউনিভার্সিটি (বর্তমান রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি) অপ্রকাশিত

সেন চৌধুরী, সুচেতা ২০০৬-২০০৮, "কালচার অব উইভিং এনড উইমেন : স্পেশাল রেফারেন্স টু ইনডিজেনাস নলেজ সিসটেম, মেজর প্রজেক্ট, ইউজিসি।